তৃতীয় অধ্যায়

সরকারি ব্যয় এবং অগ্রাধিকার

ভূমিকা

৩.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাতে বাজেটের আকার বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিকদেরকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা সেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারি ব্যয় কেবলমাত্র সমষ্টিগত চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমেই নয় বরং উৎপাদনের উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বাড়িয়েও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তরান্বিত করে। অধিকন্তু সরকারি ব্যয়নীতি দক্ষতার সাথে আয় পুনঃবন্টন কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে দারিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভূক্তিমূলক করতে প্ররোচিত করে। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে সম্পদের ব্যবহার সমান ফলদায়ক না হওয়াতে বাজেটের সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে ব্যয়ের খাতসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা আবশ্যক।

৩.২ সরকারের উন্নয়ন অগ্রাধিকারসমূহ মূলত ব্যাপক ভিত্তিক ন্যায়সঙ্গত প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন, সুশাসন নিশ্চিতকরণ, মানসম্মত সরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন, উন্নয়ন ও জনকল্যাণের লক্ষ্যে জ্বালানি নিরাপত্তা প্রদান, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অভিঘাত মোকাবেলা এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় উদ্ভাবনী শক্তিকে প্রণোদনা দেয়ার অভীষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্ধারণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো সরকারের কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের সাথে সাথে সরকারের নীতি অগ্রাধিকার এবং বাজেট বরাদ্দের মধ্যে দৃশ্যমান সেতুবন্ধন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারি ব্যয় বিভাজন মূলত সরকারের নীতি সংক্রান্ত দলিল সমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে নির্ধারন করা হয়[১]।তদুপরি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কার্যক্রমসমূহ তাদের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। এই ভাবে, এমটিবিএফ প্রক্রিয়া কেবলমাত্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতই করে না বরং সরকারের ব্যয়কে বাজেট অঙ্গিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে।

৩.৩ ভিশন ২০২১ এ বর্ণিত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে মূল অর্থনৈতিক খাতগুলোতে ব্যাপকভিত্তিক সরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে মধ্যমেয়াদে সরকারের চ্যালেঞ্জগুলো হলো গণপরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সম্প্রসারণ। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রদত্ত নগদ ঋণের উর্ধ্বগামী চাহিদার রাশ টেনে ধরা সরকারের ব্যয় ব্যবস্থাপনার আরেকটি উদ্বেগের বিষয়। অধিকন্তু কৃষিখাতে আরও প্রণোদনা প্রয়োজন এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আরও অর্থ বরাদ্দ দরকার। এমতাবস্থায়, সরকারের সর্বাপেক্ষা কাম্য ভর্তুকি ব্যবস্থাপনার একটি কৌশল আবশ্যক। সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন আরেকটি চ্যালেঞ্জ। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে এডিপি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জিত হয়েছে। তবে আরও অনেক কিছুই করণীয় আছে।

---

[১]ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

৩.৪ এ অধ্যায় সরকারি ব্যয়ের বিভিন্ন খাতের বরাদ্দ বিভাজন, খাতভিত্তিক কর্মসূচি ব্যয়ের সাম্প্রতিক প্রবণতা, বিভিন্ন খাতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ এবং অগ্রাধিকার খাতসমূহের বিপরীতে সম্পদের বরাদ্দ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত কর্মসূচি ব্যয়ের ধরণও প্রক্ষেপণের ওপরেও আলোকপাত থাকবে।

বাংলাদেশে সরকারিখাতে ব্যয়ের চিত্র

৩.৫ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে বাজেটের আকার বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিকদেরকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সেবার আওতা বাড়ানোর মাধ্যমে সরকারি সেবার মানোন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে সরকারিখাতের আকার বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল ও অগ্রসরমান দেশের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ছোট। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের সরকারিখাতের আকার ছিল জিডিপি'র ১৬.৭৯ শতাংশ যেখানে উন্নয়নশীল ও অগ্রসরমান দেশের বৈশ্বিক গড় ছিল জিডিপি'র ৩২.২১ শতাংশ। প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং মায়ানমারেও সরকারি খাত বাংলাদেশের সরকারি খাত অপেক্ষা বড় (সারণি ৩.১)।

সারণি ৩.১. কতিপয় দেশ এবং অঞ্চলের সরকারি ব্যয়/মোট দেশজ উৎপাদন (২০১৩)

দেশ/অঞ্চল	সরকারি ব্যয়/মোট দেশজ উৎপাদন
উন্নত দেশসমূহ	৪১.৫৬
উন্নয়নশীল ও অগ্রসরমান দেশসমূহ	৩২.২১
আসিয়ান-৫	২২.৮১
দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যারিবীয়	৩৪.৪৯
সাব-সাহারা আফ্রিকা	২৯.০৯
বাংলাদেশ	১৬.৭৯
ভারত	২৭.২৬
মায়ানমার	২৭.১৮

উৎসঃ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০১৪, ডাটাবেজ

এই প্রেক্ষিতে, নাগরিকদের উন্নততর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারিখাতের আকার বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিখাতের প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে বাজেটের সীমিত সম্পদের মধ্যেও মূল্যস্ফীতিকে প্রভাবিত না করে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সরকারি ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদী দৃশ্যকল্প

৩.৬ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে যেখানে সরকারি ব্যয় ছিল জিডিপি'র ১৬.৬ শতাংশ, তা কমে ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৪.৫ এবং ১৪.৬ শতাংশে দাঁড়ায় যদিও তা প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে বেশি ছিল (সারণি ৩.২)। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে তা আবারও উর্ধ্বমুখি হয়েছে কিন্তু রাজস্ব আহরণ প্রবৃদ্ধির মন্থরতার কারণে তা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রকৃত সরকারি ব্যয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১.৬ শতাংশ কম হয়েছে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য সংস্কার সত্ত্বেও ২০১১-১২ অর্থবছর হতে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয় নি। ফলে রাজস্ব আহরণের সাথে সঙ্গতি রেখে পরবর্তী বছরগুলিতে সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশের

মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যে আশানুরূপ রাজস্ব আহরিত না হওয়ায় সরকারকে ব্যয় সংকোচনের নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি'র ১৯ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১৮.৩ শতাংশে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। একইভাবে ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্যও সরকারি ব্যয়ের প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রার থেকে সামান্য নিম্নেরদিকে সংশোধন করা হয়েছে (সারণি ৩.২)।

সারণি ৩.২.জিডিপি'র শতাংশ হিসাবে মোট সরকারি ব্যয়

	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা	১৪.৩	১৪.৬	১৬.৪	১৮.২	১৮.৪	১৯	১৯.৬	২০.৬	২১.৬
এমটিএমএফ এর সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	১৪.৫*	১৪.৬*	১৬.১*	১৬.৩*	১৬.৮*	১৮.৩	১৮.৬	১৯.২	১৯.৬

উৎসঃ পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগ; * প্রকৃত

চলতি ও মূলধন ব্যয়

৩.৭ বাজেট শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী সরকারের ব্যয় বরাদ্দকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ চলতি ব্যয় ও মূলধনব্যয়। চলতি ব্যয় হচ্ছে পৌনঃপুনিক সংঘটিত ব্যয় যা পণ্য ও সেবা সরবরাহের জন্য বরাদ্দকৃত। চলতি ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অনুকূলে প্রদেয় বেতন-ভাতা, পণ্য ও সেবা ক্রয়, ভর্তুকি ও স্থানান্তর ব্যয় এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের বিপরীতে পরিশোধিত সুদ। অপর দিকে মূলধনব্যয়ের লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টি করা। আর, সরকারি পর্যায়ে মূলধন সৃষ্টির প্রধানতম উৎস হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত সরকারি মূলধন ব্যয়।

৩.৮ সাম্প্রতিক সময়ে অনেক গবেষণা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে সরকারি ব্যয়ের কাঠামোগত প্রকৃতি (composition of government spending) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। মূলধন খাতে অধিকতর ব্যয় এবং চলতি ব্যয় কমানোর মাধ্যমে রাজস্ব সমন্বয় সাধারণত প্রবৃদ্ধি-বান্ধব হয়। তথাপি বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে উন্নততর সরকারি সেবা প্রদানের জন্য চলতি ব্যয়ের সম্প্রসারণ যেমন আবশ্যক তেমনি ক্রমবর্ধনশীল সরকারি বিনিয়োগকে অর্থায়নের জন্য মূলধনখাতে ব্যয় বৃদ্ধিও জরুরি। এমতাবস্থায়, উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে বাংলাদেশকে অবশ্যই চলতি ব্যয় এবং মূলধন ব্যয়ের মধ্যে সংমিশ্রনে সুসামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে।

৩.৯ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধিতে দৃশ্যমান উন্নতি লক্ষ্যণীয় হলেও উদীয়মান দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশ এখনো বেশ পিছিয়ে রয়েছে। সরকারের ব্যয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভর করছে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ওপর। এ কারণে সরকার বহুমাত্রিক রাজস্ব সংস্কারে ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এই সংস্কার কার্যক্রম মধ্যমেয়াদেও অব্যাহত থাকবে আশা করা যায়। চলতি ও উন্নয়ন ব্যয়ের সাম্প্রতিক গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প থেকে অনুমেয় হয় যে সরকার ধীরে ধীরে মূলধনী ব্যয়কে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। চলতি ব্যয়ের সাম্প্রতিক গতিধারা নির্দেশ করে যে মোট বাজেটের অনুপাতে এটি ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে পক্ষান্তরে এডিপি এবং এডিপি বহির্ভূত মূলধন ব্যয় এবং নীট ঋণ ক্রমেই বাড়ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে চলতি ব্যয় ছিল মোট বাজেটের ৫৭.২ শতাংশ যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৫০ শতাংশে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায় (চিত্র ৩.১)।

চিত্র ৩.১. মোট সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন (বাজেটের শতাংশ হিসাবে)

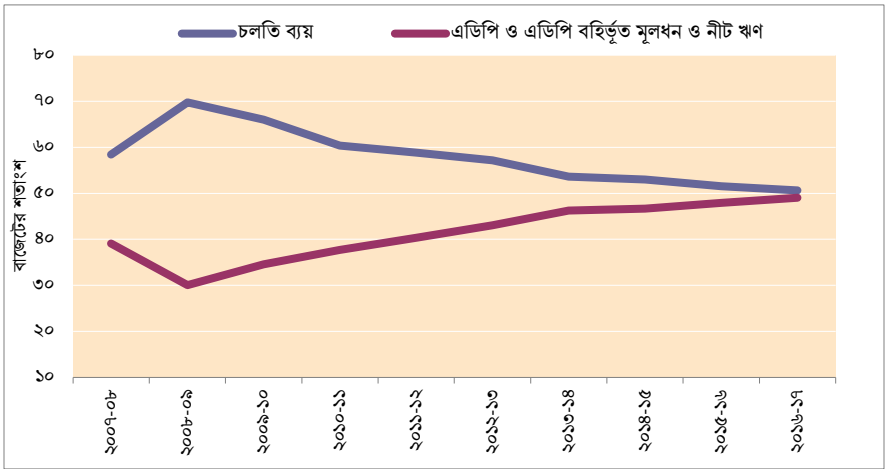

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৩.১০ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি ব্যয় এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় উভয়ই জিডিপি'র অনুপাতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এরপরে সামগ্রিক ভাবে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির হার কিছুটা স্তিমিত হয়ে উভয়খাতে ব্যয় বৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কমে যায়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে চলতি ব্যয় ও এডিপি বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে জিডিপি'র ১০.৩ এবং ৫.৩ শতাংশ যার বিপরীতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যথাক্রমে ৯.৬ এবং ৪.৭ শতাংশ।

চিত্র ৩.২.মোট সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন (জিডিপি'র শতাংশ হিসাবে)

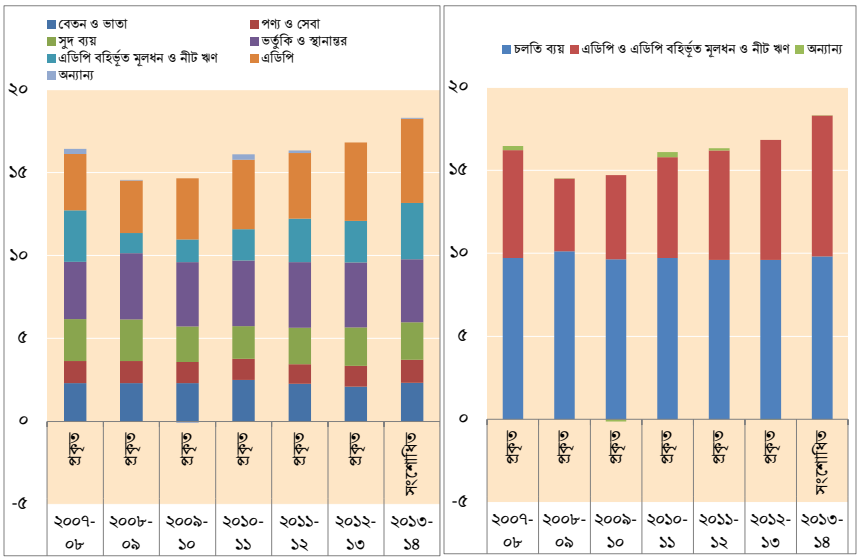

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৩.৩. মোট সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন (জিডিপি'র শতাংশ হিসাবে)

খাত	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ প্রকৃত	২০১০-১১ প্রকৃত	২০১১-১২ প্রকৃত	২০১২-১৩ প্রকৃত	২০১৩-১৪ সংশোধিত
মোট ব্যয়	১৬.৬	১৪.৫	১৪.৬	১৬.১	১৬.৩	১৬.৮	১৮.৩
চলতি ব্যয়	৯.৭	১০.১	৯.৭	৯.৭	৯.৬	৯.৬	৯.৮
বেতন ও ভাতা	২.৩	২.৩	২.৩	২.৫	২.৩	২.১	২.৩
পণ্য ও সেবা	১.৩	১.৩	১.৩	১.৩	১.২	১.৩	১.৪
সুদ	২.৫	২.৫	২.১	২.০	২.২	২.৩	২.৩
অভ্যন্তরীণ	২.৩	২.৩	১.৯	১.৮	২.০	২.২	২.১
বৈদেশিক	০.৩	০.২	০.২	০.২	০.২	০.১	০.১
ভর্তুকি ও স্থানান্তর ব্যয়	৩.৫	৪.০	৩.৯	৪.০	৩.৯	৩.৯	৩.৮
থোক বরাদ্দ	০.১	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
খাদ্য হিসাবের স্থিতি	০.৩	০.০	-০.১	০.৩	০.১	০.০	০.০
এডিপি বহির্ভূত মূলধন ও নীট ঋণ	৩.১	১.২	১.৪	১.৯	২.৬	২.৫	৩.৪
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩.৪	৩.২	৩.৭	৪.২	৪.০	৪.৭	৫.১

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চলতি ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

৩.১১ ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সরকারের চলতি ব্যয় ছিল জিডিপি'র যথাক্রমে ৯.৭ এবং ১০.১ শতাংশ। স্থানান্তর ব্যয় (Transfer Payment) বেড়ে যাওয়ার কারণেই এ বৃদ্ধি। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরের মধ্যবর্তী সময়ে চলতি ব্যয় কিছুটা হ্রাসকৃত হারে অর্থাৎ জিডিপির ৯.৭ শতাংশ হারে বাড়লেও ভর্তুকি ও স্থানান্তর ব্যয় বৃদ্ধির ধারা অক্ষুণ্ণ থাকায় এটি উর্ধ্বগামীই ছিল বলা যায়। ভর্তুকি ও স্থানান্তর ব্যয় বৃদ্ধির হার যদি সামগ্রিক ব্যয় হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হত তাহলে এই হ্রাসের হার আরও বাড়ত। ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে চলতি ব্যয় সামান্য হ্রাস পেয়ে জিডিপির ৯.৬ শতাংশে দাঁড়ায়। অবশ্য, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত প্রাক্কলন অনুযায়ী চলতি ব্যয় জিডিপির শতাংশ হিসেবে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় মাত্র ০.২ শতাংশ বিন্দু (percentage point) বাড়তে পারে (সারণি ৩.৩)। আন্তর্জাতিক পণ্য বাজারে মূল্য বৃদ্ধির ফলে সরকারকে একাধিকবার মূল্য সমন্বয় করতে হয় যা চলতি ব্যয়ের উর্ধ্বপ্রবণতার রাশ টেনে ধরতে সহায়ক হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী মূল্য সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মধ্যমেয়াদে সীমিত হারে চলতি ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটতে পারে। তবে, উদীয়মান অর্থনীতির বর্ধিত চাহিদা মেটাতে মূলধনি ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণেই বাড়বে।

সারণি ৩.৪. চলতি ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (জিডিপি'র শতাংশ)

	প্রকৃত			সংশোধিত	প্রক্ষেপণ		
	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
চলতি ব্যয়	৯.৭	৯.৬	৯.৬	৯.৮	৯.৮	৯.৯	৯.৯
বেতন ও ভাতা	২.৫	২.৩	২.১	২.৩	২.৩	২.৩	২.৩
পণ্য ও সেবা	১.৩	১.২	১.৩	১.৪	১.৪	১.৪	১.৪
সুদ ব্যয়	২.০	২.২	২.৩	২.৩	২.৩	২.৩	২.৩
স্থানীয়	১.৮	২.০	২.২	২.১	২.১	২.১	২.১
বৈদেশিক	০.২	০.২	০.১	০.১	০.২	০.২	০.২
ভর্তুকি ও স্থানান্তর	৪.০	৩.৯	৩.৯	৩.৮	৩.৭	৩.৭	৩.৭
থোক বরাদ্দ	০.০	০.০	০.০	০.০	০.২	০.২	০.২

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বেতন ও ভাতাদি

৩.১২ ২০০৭-০৮ হতে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত বেতন-ভাতাদির জন্য বাজেটে ব্যয় জিডিপি'র ২.৩ শতাংশে স্থির ছিল। অবশ্য, সরকার কর্তৃক নতুন বেতন কাঠামো প্রবর্তিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ২০১০-১১ অর্থবছরে বেতন ও ভাতা খাতের ব্যয়ে সামান্য উর্ধ্বমুখী প্রবনতা দেখা যায় (সারণি ৩.৫)। পরবর্তীতে ২০১১-১২ অর্থবছরে এটি তার স্বাভাবিক গতিধারায় ফিরে আসে এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে কিছুটা হ্রাস পেয়ে জিডিপি'র ২.১ শতাংশে দাঁড়ায়। বেতন ভাতা খাতে ব্যয় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জিডিপি'র ২.৩ শতাংশে প্রক্ষেপন করা হয়েছে। বেতন ও ভাতাদির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে কর্মকর্তাদের বেতন, কর্মচারীদের বেতন এবং ভাতাসমূহ। ২০০৭-০৮ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত এখাত সমূহে গড়ে ব্যয় হয়েছে মোট ব্যয়ের যথাক্রমে ১০.১, ৪২.৫ এবং ৪৭.৪ শতাংশ (চিত্র ৩.৩)। মধ্যমেয়াদে সরকারি চাকুরীজীবীদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে আরো একটি নতুন বেতন কাঠামো দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে বিধায় বেতন-ভাতাদি খাতে ব্যয়ের হার আবারো বাড়তে পারে (সারণি ৩.৪)।

সারণি ৩.৫.বেতন ও ভাতাদির গঠন (বিলিয়ন টাকা)

খাত	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ প্রকৃত	২০১০-১১ প্রকৃত	২০১১-১২ প্রকৃত	২০১২-১৩ প্রকৃত	২০১৩-১৪ সংশোধিত
মোট বেতন ও ভাতা	১২৭.১৭	১৩৮.৬৪	১৬০.৪৯	১৯৯.১৮	২১০.৬৫	২১৬.৩৫	২৭৫.০৭
	(২.৩)	(২.৩)	(২.৩)	(২.৫)	(২.৩)	(২.১)	(২.৩)
কর্মকর্তাদের বেতন	১১.২৮	১১.৯৬	১৭.৪০	২০.৫৬	২০.৬৩	২৪.১৯	২৮.৬৪
	(০.২)	(০.২)	(০.৩)	(০.৩)	(০.২)	(০.২)	(০.২)
কর্মচারিদের বেতন	৫৪.৩২	৫৪.৭৭	৭৫.৪৩	৮৬.২২	৯০.২৬	৮৮.৭১	৯৮.৭৯
	(১.০)	(০.৯)	(১.১)	(১.১)	(১.০)	(০.৯)	(০.৮)
ভাতা	৬১.৫৭	৭১.৯১	৬৭.৬৭	৯২.৪	৯৯.৭৬	১০৩.৪৬	১৪৭.৬৪
	(১.১)	(১.২)	(১.০)	(১.২)	(১.১)	(১.০)	(১.৩)

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (বন্ধনীতে অংকসমূহ জিডিপি'র শতাংশ)

চিত্র ৩.৩. বেতন ও ভাতার গঠন (%)

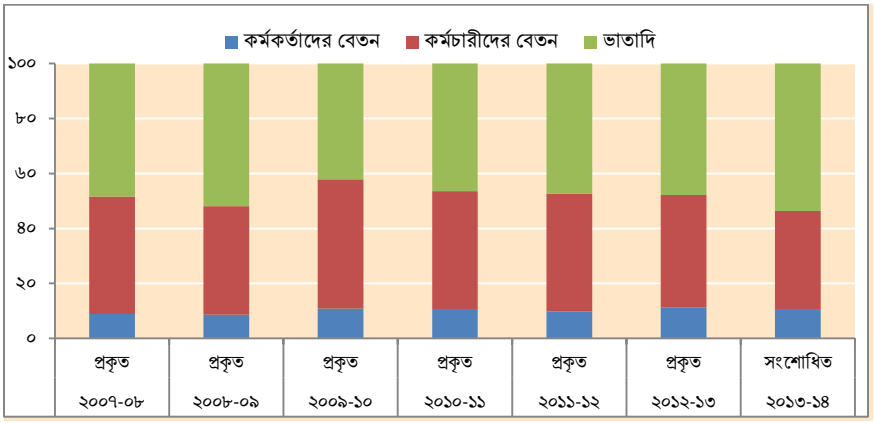

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

পণ্য ও সেবায় সরকারি ব্যয়

৩.১৩ বিগত বছরগুলোথেকে অদ্যাবধি পণ্য ও সেবা খাতে বাজেটে বরাদ্দ মোটামুটি ভাবে জিডিপি'র ১.৩ শতাংশে স্থির রয়েছে (সারণি ৩.৬)। কৃচ্ছতাসাধনের পাশাপাশি নানাবিধ সরকারি উদ্যোগ এবং মজুত ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধির কারণে এ খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে। প্রক্ষেপণমতে মধ্যমেয়াদে পণ্য ও সেবা খাতে ব্যয় ০.১ শতাংশ বিন্দুবেড়ে জিডিপি'র ১.৪ শতাংশ হতে পারে (সারণি ৩.৪)।

সারণি ৩.৬. পণ্য ও সেবার উপর ব্যয় বিভাজন (বিলিয়ন টাকা)

খাত	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ প্রকৃত	২০১০-১১ প্রকৃত	২০১১-১২ প্রকৃত	২০১২-১৩ প্রকৃত	২০১৩-১৪ সংশোধিত
মোট পণ্য ও সেবা	৭৩.২৪	৮২.২৬	৮৮.৪৯	১০১.৬১	১১০.৮১	১৩০.২৪	১৬৩.২৪
	(১.৩)	(১.৩)	(১.৩)	(১.৩)	(১.২)	(১.৩)	(১.৪)
সরবরাহ ও সেবা	৪৮.৮৯	৫৯.২৮	৬১.৬৩	৭১.৪৭	৮০.১২	৯১.৮৩	১২১.৪২
	(০.৯)	(১.০)	(০.৯)	(০.৯)	(০.৯)	(০.৯)	(১.০)
মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ	২৪.৩৫	২২.৯৮	২৬.৮৬	৩০.১৪	৩০.৬৯	৩৮.৪১	৪১.৮২
	(০.৪)	(০.৪)	(০.৪)	(০.৪)	(০.৩)	(০.৪)	(০.৪)

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (বন্ধনীতে অংকসমূহ জিডিপি'র শতাংশ)

৩.১৪ পণ্য ও সেবা খাতে ব্যয়ের প্রধান দু'টি উপ-খাত খাত হচ্ছে সরবরাহ ও সেবা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। এ খাতে মোট ব্যয়ের ৩০ শতাংশ হচ্ছে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়। অবশিষ্ট ৭০ শতাংশই হচ্ছে সরবরাহ ও সেবাজনিত ব্যয়(চিত্র ৩.৪)।

চিত্র ৩.৪ পণ্য ও সেবা খাতে ব্যয়

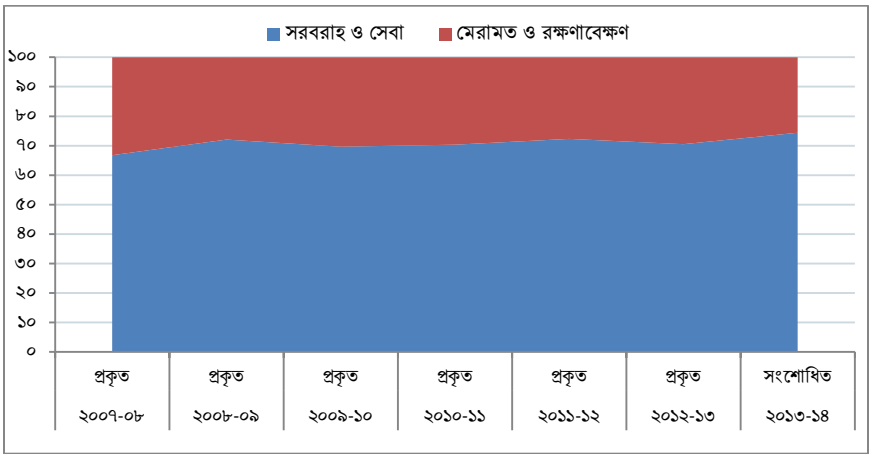

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ভর্তুকি ও স্থানান্তর ব্যয়

৩.১৫ অর্থনীতির যে সব খাত অবশিষ্ট খাতগুলোর উপর ধণাত্বক বাহ্যিক সুবিধা (positive externalities) সৃষ্টি করে সে সব খাতের উৎপাদন এবং মূল্যস্তর প্রভাবিত করতে ভর্তুকি/প্রণোদনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পক্ষান্তরে স্থানান্তর ব্যয় সরাসরি পরিবার পর্যায়ে অথবা পরিবার পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয় যা অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং দারিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে। এ পর্যন্ত সর্বাধিক প্রণোদনাপ্রাপ্ত খাত হচ্ছে কৃষি খাত। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে হ্রাসকৃত মূল্যে খাদ্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই কৃষি প্রণোদনার মূল উদ্দেশ্য। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে কৃষিপ্রণোদনা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে মোট চলতি ব্যয়ের ৯.৩ শতাংশে উন্নীত হয়। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এটি ছিল মোট চলতি ব্যয়ের ৭.৪ শতাংশ। পরবর্তী তিন বছরে কৃষি প্রণোদনা অনেকখানি নিম্নগামী হয়। অবশ্য, পূর্ববর্তী অর্থবছর সমূহের কৃষি প্রণোদনা ব্যয়ের জের স্থানান্তরিত হওয়ায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি প্রণোদনা প্রায় দ্বিগুণ হয় (সারণি ৩.৭ খ)। ২০১৩-১৪ সালের সংশোধিত বাজেটে কৃষিখাতে রাজস্ব প্রণোদনার পরিমাণ ৯০ বিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যা বাজেটে চলতি ব্যয়ের ৭.৭৬ শতাংশ। মধ্যমেয়াদে কৃষি প্রণোদনার চাপ কমিয়ে আনতে সরকার কৃষি উপকরণের ধারাবাহিক মূল্য সমন্বয় এবং ইউরিয়া ব্যতীত অন্যান্য সার (যা পরিমাণে কম লাগে) ব্যবহারে কৃষককে আগ্রহী করে তোলার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে।

সারণি ৩.৭ ক.নগদ ঋণ ও ভর্তুকি

	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ প্রকৃত	২০১০-১১ প্রকৃত	২০১১-১২ প্রকৃত	২০১২-১৩ প্রকৃত	২০১৩-১৪ সংশোধিত
১। পিডিবি	৬.০০ (১.১৩)	১০.০৭ (১.৬২)	৯.৯৪ (১.৪৮)	৪০.০০ (৫.১৬)	৬৩.৫৭ (৭.২১)	৪৪.৮৬ (৪.৫০	৬১ (৫.২৬)
২। বিপিসি	৩৬.০০ (৬.৭৯)	১৫.০০ (২.৪১)	৯.০০ (১.৩৪	৪০.০০ (৫.১৬)	৮৫.৫০ (৯.৬৯)	১৩৫.৫৮ (১৩.৬০	৭৩.৫ (৬.৩৪)
৩। বিজেএমসি ও অন্যান্য	১.৫০ (০.২৮)	২.২৫ (০.৩৬)	২.০০ (০.৩০)	২.০০ (০.২৬)	২৩.৯৯ (২.৭২)	২.৬৪ (০.২৬	৩৪.৬১ (২.৯৯)
মোট নগদ ঋণ	৪৩.৫০ (৮.২১)	২৭.৩২ (৪.৩৯)	২০.৯৪ (৩.১২)	৮২ (১০.৫৮)	১৭৩.০৬ (১৯.৬২)	১৮৩.০৮ (১৮.৩৬	১৬৯.১১ (১৪.৫৯)
৪। খাদ্য	৭.৪৩ (১.৪০)	৬.৫৬ (১.০৫)	৯.৮৫ (১.৪৭)	১৬.৫২ (২.১৩)	১৬.১৩ (১.৮৩)	৮.৪১ (০.৮৪	১৭.২৫ (১.৪৯)
৫। অন্যান্য	০.৬১ (০.১২)	০.৪৭ (০.০৮)	০.১১ (০.০২)	০.৭৮ (০.১০)	১.৪৫ (০.১৬)	০.১৯ (০.০২	২১.২৬ (১.৮৩)
মোট ভর্তুকি	৮.০৪ (১.৫২)	৭.০৩ (১.১৩)	৯.৯৬ (১.৪৯)	১৭.৩ (২.২৩)	১৭.৫৮ (১.৯৯)	৮.৬ (০.৮৬	৩৮.৫১ (৩.৩২)
মোট নগদ ঋণ ও ভর্তুকি	৫১.৫৪ (৯.৭৩)	৩৪.৩৫ (৫.৫২)	৩০.৯ (৪.৬১)	৯৯.৩ (১২.৮২)	১৯০.৬৪ (২১.৬১)	১৯১.৬৮ (১৯.২৩	২০৭.৬২ (১৭.৯১)
জিডিপি'র শতাংশে	০.৯৪	০.৫৬	০.৪৫	১.২৫	২.০৮	১.৮৫	১.৭৬

সারণি ৩.৭ খ.রাজস্ব প্রণোদনা

	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ প্রকৃত	২০১০-১১ প্রকৃত	২০১১-১২ প্রকৃত	২০১২-১৩ প্রকৃত	২০১৩-১৪ সংশোধিত
১। কৃষি	৩৮.৭১	৫১.৮৫	৪৯.২২	৫৭.০০	৭০.০০	১২০.০০	৯০.০০
	(৭.৩০)	(৮.৩৩)	(৭.৩৫	(৭.৩৬	(৭.৯৩	১২.০৪	৭.৭৬
২। রপ্তানি	১১.০০	১২.১০	১৩.১৪	১৫.২	২৬.০২	২০.৫	২২.১৪
	(২.০৮)	(১.৯৪)	(১.৯৬	(১.৯৬	(২.৯৫	(২.০৬	১.৯১
৩। পাটজাত পণ্য	১.৭০	২.৯১	২.৭৫	৩.২০	১.৪৯	৩.৪৮	৩.৭৮
	(০.৩২)	(০.৪৭)	(০.৪১)	(০.৪১	(০.১৭	(০.৩৫	০.৩৩
মোট প্রণোদনা	৫১.৪১	৬৬.৮৬	৬৫.১১	৭৫.৪	৯৭.৫১	১৪৩.৯৮	১১৫.৯২
	(৯.৭০)	(১০.৭৪)	(৯.৭২)	(৯.৭৩)	(১১.০৫	(১৪.৪৪	(১০.০০)
জিডিপি'র শতাংশে	০.৯৪	১.০৯	০.৯৪	০.৯৫	১.০৬	১.৩৯	০.৯৮

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; বন্ধনীর ভিতরের অংকসমূহ চলতি ব্যয়ের শতাংশে

৩.১৬ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের দায় আত্মীকরণের প্রেক্ষাপটে জ্বালানিখাতে প্রদত্ত নগদ ঋণ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে দাঁড়ায় মোট চলতি ব্যয়ের ১৪.২ শতাংশে। অবশ্য বিশ্বব্যপী আর্থিক অনিশ্চয়তা এবং এর ফলে সৃষ্ট চাহিদার নিম্নমুখি চাপের কারণে ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ খাতে ঋণ হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে মোট চলতি ব্যয়ের ২.৪ এবং ১.৩ শতাংশে নেমে আসে। পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি মূল্যের উর্ধ্বগামিতা ও একই সময়ে বিদ্যুৎ সমস্যার ত্বরিৎ সমাধানে তেল-নির্ভর বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট নির্মাণের সরকারি পরিকল্পনার কারণে ২০১০-১১ অর্থবছরে জ্বালানি বাবদ প্রদত্ত ঋণ মোট চলতি ব্যয়ের ৫.২ শতাংশে উন্নীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে এটি মোট চলতি ব্যয়ের ১৩.৬০ শতাংশে উন্নীত হয়। অবশ্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জ্বালানি খাতে ঋণ হ্রাস পেয়ে বাজেটের চলতি ব্যয়ের ৬.৭ শতাংশে পৌঁছাবে মর্মে সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলনে উল্লেখ করা হয়েছে (সারণি ৩.৭ ক)। এই ধারা অব্যহত থাকায় ২০১১-১২ অর্থবছরে জ্বালানি ঋণের মতো বিদ্যুৎ খাতেও প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তীতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রকৃত এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এই খাতে প্রদত্ত ঋণ হ্রাস পেয়েছে যদিও তা এখনো উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রদ্দত্ত ঋণের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি সরকারের রাজস্ব ও আর্থিক ভারসাম্যের ওপর অভূতপূর্ব চাপ সৃষ্টি করলে সরকার মূল্য সমন্বয়ের উদ্যোগ নেয়। তবে মুল্য সমন্বয়ের কারণে প্রদত্ত এই সুবিধার কল্যাণ-প্রভাব যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে সরকার সবসময়ই সতর্ক ছিল। মধ্যমেয়াদে সরকার জ্বালানি বাবদ প্রদেয় ঋণের পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারণ করতে চায় যাতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বাধাগ্রস্ত না হয়। আর এটা করা হবে মূলতঃ যৌক্তিক মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে। অবশ্য পর্যায়ক্রমে সরকার একটি স্বয়ংক্রিয় মূল্য সমন্বয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে আগ্রহী।

৩.১৭ নিজস্ব ভাবধারার উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির দর্শনের ওপর ভর করে সামনে এগিয়ে যেতে চায়। এ লক্ষ্যে কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচিতে সরকার বিপুল বিনিয়োগ করে চলেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তাদানে সরকার ভর্তুকির মাধ্যমে মূল্য সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি নানাবিধ স্থানান্তর কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ মূলতঃ অতি দরিদ্র, দুঃস্থ-অসহায় ও সমাজের পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিবেদিত। যার দু'টি প্রধান

লক্ষ্য হচ্ছেঃ দারিদ্র্যের হার কমানো ও এর মাধ্যমে টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে স্থানান্তর কর্মসূচি খাতে মোট বরাদ্দ ছিল জিডিপি'র ২.৩৮ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এটি জিডিপি'র ২.৮১ শতাংশে উন্নীত হয় এবং এর পর থেকে এ খাতে ব্যয়ের গতি কিছুটা নিম্নমুখী। স্থানান্তর ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির ধারা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনখাতে সিংহভাগ বরাদ্দ ব্যয়িত হয়েছে । এ ধারার বিপরীতে ২০১০-১১ অর্থবছর হতে সর্বাধিক বরাদ্দ পাচ্ছে সাধারণ মঞ্জুরি খাত (সারণি ৩.৮)। নতুনভাবে এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই এ পরিবর্তন। দারিদ্র্য দূরীকরণে স্থানান্তর কর্মসূচিসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে চলমান কর্মসূচিসমূহের পরিচালনায় বেশ কিছু দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহকে আরো লক্ষ্যভিত্তিক করতে চায়। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা খাতের উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং এ খাতে ব্যয়িত অর্থের আরো উৎপাদনশীল ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

সারণি ৩.৮.বৃহৎস্থানান্তরখাতসমূহ

খাত	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ প্রকৃত	২০১০-১১ প্রকৃত	২০১১-১২ প্রকৃত	২০১২-১৩ প্রকৃত	২০১৩-১৪ সংশোধিত
মোট স্থানান্তর (জিডিপি'র শতকরা হিসেবে)	২.৩৮	২.৮১	২.৮০	২.৭৯	২.৭৪	২.৪৪	২.৫২
তন্মধ্যে সাহায্য মঞ্জুরি	১.৭০	২.২০	২.১৬	২.০৭	২.০৩	১.৮৬	১.৯৩
মোট সাহায্য মঞ্জুরি শতকরা হিসেবে							
সাধারণ মঞ্জুরি	৩.৫৯	২.৩৩	২০.৫৫	৩০.২৫	৩২.৪৭	৩০.৪৫	২৬.২২
শিক্ষকদের এমপিও	৩৫.৮২	২২.৪১	৩০.৬২	৩০.২৩	২৬.৮৯	২৭.৪২	২৩.৫২
ভিজিডি	৫.৮৮	৫.৬৪	৪.০৯	৪.০০	৪.১১	৪.১৬	৩.৬৮
ভিজিএফ	৫.৭৫	১১.১০	৪.২৮	২.৩০	২.৯২	৪.৪৪	৫.৯৯
টিআর	৪.৩৮	৪.৫৫	৬.৭৫	৩.৮৮	৬.৮৮	৭.৭৬	৬.৭৪
জিআর	১.২৫	১.৪০	০.৭৫	০.৭৬	০.৯৫	০.৮৬	১.২১
অন্যান্য	৪৩.৩৩	৫২.৫৬	৩২.৯৮	২৮.৫৮	২৫.৭৮	২৪.৯১	৩২.৬৪
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সুদ পরিশোধ

৩.১৮ চলতি ব্যয়ের তৃতীয় বৃহত্তম খাত হচ্ছে সুদ পরিশোধজনিত ব্যয়। সরকারি পর্যায়ে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সহজ শর্তযুক্ত ঋণের প্রাধান্য থাকার কারণে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত সুদ পরিশোধে নিম্নমুখি প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। পরবর্তীতে অর্থনৈতিক মন্দা, স্বল্প সুদের বৈদেশিক ঋণপ্রাপ্তিতে নেতিবাচক প্রভাব এবং তৎপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ ঋণপ্রবাহের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে সুদ পরিশোধের জন্য ব্যয়ের হার কিছুটা বেড়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে সুদ পরিশোধজনিত ব্যয় ২০১০-১১ অর্থবছরের জিডিপি'র ১.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে ২.০ শতাংশ দাঁড়ায়। যার প্রেক্ষিতে সর্বমোট (অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক) সুদ পরিশোধের জন্য ব্যয় ২.০ শতাংশ থেকে ২.২ শতাংশে উন্নীত হয়

(সারণি ৩.৩)। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বৈদেশিক সুদ ব্যয় জিডিপি'র ০.১ শতাংশ বিন্দু হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় সুদ ব্যয় বেশি হওয়াতে মোট সুদ ব্যয় বেড়ে জিডিপি'র ২.৩ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট সুদ ব্যয়ের একই ধরণের প্রাক্কলন করা হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে মধ্যমেয়াদে সরকার নিশ্চিতভাবেই চাইবে সহজ শর্তে অর্থায়নের নতুন উৎসের সন্ধান করতে। কিন্তু, প্রলম্বিত বৈশ্বিক মন্দা ও এর ফলে স্বল্প সুদের বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তিতে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির কারণে চাহিদামাফিক সহজ শর্তের ঋণের যোগান সম্ভব নাও হতে পারে। এ প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং উচ্চ সুদের সার্বভৌম ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়তে পারে যা সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় মধ্যমেয়াদে কিছুটা বাড়তে পারে। তবে, অর্থায়নের সংমিশ্রন যাই হোকনা কেন,সামষ্টিক-রাজস্ব স্থিতিশীলতা রক্ষায় সরকার অভ্যন্তরীণ ঋণপ্রবাহ জিডিপি'র ৩ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়।

চিত্র ৩.৫.অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সুদের অংশ (মোট সুদ ব্যয়ের শতাংশ)

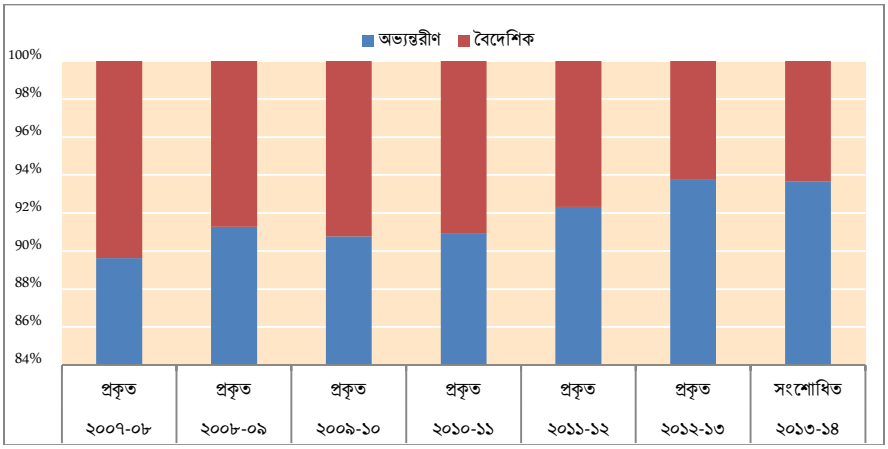

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

মূলধন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

৩.১৯ মূলধন ব্যয় বাজেট ব্যয়ের সেই অংশ যা দীর্ঘমেয়াদি কোন সম্পদ সংগ্রহ বা অবকাঠামো গড়ে তুলতে ব্যয় করা হয়। আর, সরকারি পর্যায়ে মূলধন সৃষ্টির প্রধানতম উৎস হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত উন্নয়ন ব্যয়।

সারণি ৩.৯. উন্নয়ন ব্যয় ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ প্রকৃত	২০১০-১১ প্রকৃত	২০১১-১২ প্রকৃত	২০১২-১৩ প্রকৃত	২০১৩-১৪ সংশো.	২০১৪-১৫ প্রক্ষে.	২০১৫-১৬ প্রক্ষে.	২০১৬-১৭ প্রক্ষে.
এডিপি	৩.৪	৩.২	৩.৭	৪.২	৪.০	৪.৭	৫.১	৫.৯	৬.৩	৬.৬
এডিপি বহির্ভূত মূলধন ও নীট ঋণ	৩.১	১.২	১.৪	১.৯	২.৬	২.৫	৩.৪	২.৮	২.৯	৩.০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়

৩.২০ সরকারিখাতে মূলধন সৃষ্টির প্রধানতম উৎস হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)। ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ব্যতিক্রমকে বিবেচনা না করলে এডিপিতে বাজেট বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলছে। সংশোধিত প্রাক্কলন অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ ২০১২-১৩ অর্থবছরের জিডিপি'র ৪.৭ শতাংশ হতে বেড়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ হয়েছে। বাজেট বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার বৃদ্ধি। এ সূত্রে সরকার গত কয়েক বৎসর ধরে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর প্রবর্তন, হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে একটি বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ছকের আওতায় আনার মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত কয়েক বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন হারের দিকে খেয়াল করলে আমরা এইসমস্ত সংস্কার কর্মসূচির সুফল অনুধাবন করতে পারব। সুনির্দিষ্টভাবে ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে এডিপি বাস্তবায়ন হার বাড়ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন হার ৯০.৯৭ শতাংশে উপনীত হয় যা এ যাবৎ সর্বোচ্চ (সারণি ৩.১০)। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকার বর্তমানে যেসকল বিষয়ের ওপর মনোযোগ দিচ্ছে তা হল অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প নির্বাচন, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের ব্যবস্থাপনাগত সামর্থ্য বৃদ্ধি ও তত্ত্বাবধায়নকারী সংস্থাসমূহের পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ। এসকল সংস্কারের মাধ্যমে সরকার একদিকে যেমন প্রকল্প সাহায্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায়, অন্যদিকে তেমনি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অপচয় সীমিত করতে চায়। এছাড়া, সরকারি বিনিয়োগের সীমিত সুযোগের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে।

৩.২১ ২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সাময়িক অবনমন বাদ দিলে বলা যায় সার্বিকভাবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ উর্ধ্বমুখি রয়েছে। সংশোধিত প্রাক্কলনমতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য সম্পদ বরাদ্দ ২০১২-১৩ অর্থবছরের জিডিপি'র ৪.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপি'র ৫.১ শতাংশে পৌঁছাবে।

সারণি ৩.১০. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন

বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা)	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
বাজেট	২৬৫	২৫৬	৩০৫	৩৮৫	৪৬০	৫৫০
সংশোধিত	২২৫	২৩০	২৮৫	৩৫৮.৮	৪১০.৮	৫২৩.৭
প্রকৃত	১৮৫.৫	১৯৪.৪	২৫৫.৫	৩৩২.৮	৩৭৫.১	৫০০.৩৫
বাস্তবায়ন(জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)	৩.৪	৩.২	৩.৭	৪.২	৪.১	৪.৭
বাজেটের বিপরীতে বাস্তবায়ন (%)	৭০.০	৭৫.৯	৮৩.৮	৮৬.৪	৮১.৫	৯০.৯৭

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বর্হিভূত মূলধনি ব্যয়

৩.২২ বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার প্রত্যক্ষ প্রভাবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত মূলধনি ব্যয় এবং নীট ঋণ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩.১ শতাংশ হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জিডিপি'র ১.২ শতাংশে নেমে আসে। তৎপরবর্তীতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত মূলধনি ব্যয় অব্যাহত গতিতে বেড়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটমতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত মূলধনি ব্যয় বাবদ বরাদ্দ জিডিপি'র ৩.৪ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ০.৯ শতাংশ বিন্দু বেশি। মধ্যমেয়াদে বরাদ্দ বৃদ্ধির উর্ধ্বমুখি প্রবণতা অন্তর্হিত হবে এবং তা জিডিপি'র ৩ শতাংশের মধ্যে থাকবে।

খাতভিত্তিক ব্যয়

৩.২৩ বিভিন্ন খাতে সর্বমোট কর্মসূচি ব্যয়[১] ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ৬৩৫.৫ বিলিয়ন থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১,৩১৫.৪ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয় (সারণি ৩.১১)। গড়পরতায় বার্ষিক ব্যয় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫.৭ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট কর্মসূচি ব্যয় ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ১২.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায় কিন্তু জিডিপি'র অনুপাতে তা স্থির ছিল। ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে কর্মসূচি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির হার তরান্বিত হয় এবং তা বার্ষিক ১৯ শতাংশের অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। মোট কর্মসূচি ব্যয় ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপি'র যথাক্রমে ১২.৩ এবং ১২.৮ শতাংশ ছিল। ২০১১-১২ অর্থবছরে মোট কর্মসূচি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি কিছুটা সংযত হয়ে ১৩.০ শতাংশে দাঁড়ায় এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.৭ শতাংশে দাঁড়ায়। ফলশ্রুতিতে এটি ২০১১-১২ অর্থবছরের জিডিপি'র ১২.৬ শতাংশ হতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপি'র ১২.৭ শতাংশে উন্নীত হয় (সারণি ৩.১২)।

সারণি ৩.১১.কর্মসূচি ব্যয়ের খাতওয়ারি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা)

খাত	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ প্রকৃত	২০১০-১১ প্রকৃত	২০১১-১২ প্রকৃত	২০১২-১৩ প্রকৃত
মোট কর্মসূচি ব্যয়	**৬৩৫.৫**	**৭১৩.৯**	**৮৫৫.৮**	**১,০২১.১**	**১,১৫৩.৩**	**১,৩২৩.০**
জন প্রশাসন	৮০.২	৬৮.৮	৮২.৫	৮০.৮	১১০.৭	৭৯.০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৬১.৫	৬৯.০	৮৪.৬	১০২.১	১১০.৫	১৪২.৯
প্রতিরক্ষা	৬৭.৭	৭১.৬	৮৭.৬	১১১.৩	১২২.৩	১২৯.৯
জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা	৪৭.৪	৫৬.৯	৬৫.৮	৭৮.২	৮৭.৪	৯৫.৬
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১০৮.৯	১২১.০	১৫৯.০	১৮৮.০	১৯১.১	২১২.৯
স্বাস্থ্য	৪৫.৭	৫১.০	৬২.৭	৭২.৯	৭৬.৭	৮৫.৪
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	৩৫.১	৭৮.৯	৬৯.৬	৭৭.৩	৮৯.৯	১০০.৩
গৃহায়ণ	৭.৮	১৩.৭	১২.৫	১৩.৩	১৩.৪	১৩.৭
সংস্কৃতি বিনোদন ও ধর্ম	৭.৭	৯.২	১০.৩	১৫.৬	১৪.৭	১৬.৯
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	২৮.৬	২৫.৫	৩৪.৭	৭২.৩	৭৯.৭	৯৯.৭
কৃষি	৮৪.৮	৯৫.৬	১১১.৫	১২৯.৬	১৪৬.৭	১৯৬.৯
শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস	৬.৩	৮.৯	৮.৮	৯.৪	১৫.৮	২৬.০
পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৪.০	৪৩.৮	৬৬.২	৭০.৫	৯৪.৬	১২৩.৭

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

[১]মোট কর্মসূচি ব্যয়=মোট ব্যয়-(অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সুদ ব্যয়+কাঠামোগত সমন্বয় ব্যয়+নীট ঋণ ও অগ্রিম+নীট খাদ্য হিসাব)

সারণি ৩.১২.কর্মসূচি ব্যয়ের খাতওয়ারি বরাদ্দ (জিডিপি'র শতাংশে)

খাত	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ প্রকৃত	২০১০-১১ প্রকৃত	২০১১-১২ প্রকৃত	২০১২-১৩ প্রকৃত
মোট কর্মসূচি ব্যয়	১১.৬	১১.৬	১২.৩	১২.৮	১২.৬	১২.৭
জন প্রশাসন	১.৫	১.১	১.২	১.০	১.২	০.৮
	(১২.৬)	(৯.৬)	(৯.৬)	(৭.৯)	(৯.৬)	(৬.০)
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১.১	১.১	১.২	১.৩	১.২	১.৪
	(৯.৭)	(৯.৭)	(৯.৯)	(১০.০)	(৯.৬)	(১০.৮)
প্রতিরক্ষা	১.২	১.২	১.৩	১.৪	১.৩	১.৩
	(১০.৬)	(১০.০)	(১০.২)	(১০.৯)	(১০.৬)	(৯.৮)
জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা	০.৯	০.৯	০.৯	১.০	১.০	০.৯
	(৭.৫)	(৮.০)	(৭.৭)	(৭.৭)	(৭.৬)	(৭.২)
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	২.০	২.০	২.৩	২.৪	২.১	২.১
	(১৭.১)	(১৬.৯)	(১৮.৬)	(১৮.৪)	(১৬.৬)	(১৬.১
স্বাস্থ্য	০.৮	০.৮	০.৯	০.৯	০.৮	০.৮
	(৭.২)	(৭.১)	(৭.৩)	(৭.১)	(৬.৬)	(৬.৫)
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	০.৬	১.৩	১.০	১.০	১.০	১.০
	(৫.৫)	(১১.০)	(৮.১)	(৭.৬)	(৭.৮)	(৭.৬)
গৃহায়ণ	০.১	০.২	০.২	০.২	০.১	০.১
	(১.২)	(১.৯)	(১.৫)	(১.৩)	(১.২)	(১.০)
সংস্কৃতি বিনোদন ও ধর্ম	০.১	০.২	০.১	০.২	০.২	০.২
	(১.২)	(১.৩)	(১.২)	(১.৫)	(১.৩)	(১.৩)
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	০.৫	০.৪	০.৫	০.৯	০.৯	১.০
	(৪.৫)	(৩.৬)	(৪.১)	(৭.১)	(৬.৯)	(৭.৫)
কৃষি	১.৬	১.৬	১.৬	১.৬	১.৬	১.৯
	(১৩.৩)	(১৩.৪)	(১৩.০)	(১২.৭)	(১২.৭)	(১৪.৯)
শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস	০.১	০.১	০.১	০.১	০.২	০.৩
	(১.০)	(১.২)	(১.০)	(০.৯)	(১.৪)	(২.০)
পরিবহন ও যোগাযোগ	১.০	০.৭	১.০	০.৯	১.০	১.২
	(৮.৫)	(৬.১)	(৭.৭)	(৬.৯)	(৮.২)	(৯.৩)

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (বন্ধনীর ভেতরের অংকসমূহ মোট কর্মসূচি ব্যয়ের অনুপাতে)

৩.২৪ ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে প্রধান প্রধান খাতে ব্যয় বৃদ্ধির হার মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। তবে ব্যয় বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় (সারণি ৩.১২)।

- দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় এ খাতে বরাদ্দ সবসময়ই সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল। বর্ণিত সময়কালে শিক্ষা খাতের গড় বরাদ্দ মোট কর্মসূচি ব্যয়ের ১৭.২ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২ শতাংশের ওপরে ছিল। বর্তমান সময়ে এ খাতে সরকারের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে লিঙ্গ অসমতা দূরীকরণ এবং বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটানো।

- ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত প্রধান প্রধান অবকাঠামো খাতে (স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবহন ও যোগাযোগ) ধারাবাহিকভাবে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এসব খাতে বরাদ্দ ছিল জিডিপি'র ২.৬ শতাংশ এবং মোট কর্মসূচি ব্যয়ের ২২.৭ শতাংশ যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ৩.৫এবং মোট কর্মসূচি ব্যয়ের ২৭.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ।
- জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে কৃষি খাতে বরাদ্দ ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপি'র ১.৬ শতাংশে এবং মোট কর্মসূচি ব্যয়ের ১৩.০ শতাংশে স্থির ছিল। জ্বালানি, সার ও বিদ্যুৎ-এর মূল্য বৃদ্ধি এবং এর ফলে কৃষিতে প্রণদোনা ব্যয় বৃদ্ধিপাওয়ায় জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে কৃষি খাতে বরাদ্দ ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১.৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১.৯ শতাংশে দাঁড়ায় যা মোট কর্মসূচি ব্যয়ের ১৫.০ শতাংশ।
- জিডিপি'র অংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে মোট ব্যয় বরাদ্দ ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ০.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১.৩ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০১০-১১ অর্থবছরে এটি আবার ১.০ শতাংশে নেমে আসে এবং ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত স্থির থাকে। ভাতার হার ও উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোট কর্মসূচি ব্যয়

৩.২৫ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মোট কর্মসূচি ব্যয় বার্ষিক গড়ে ৯.০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ২,০৯৫.৩ বিলিয়ন টাকা থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২,৪৮৭.৯ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হবে। কিন্তু জিডিপি'র অনুপাতে মোট কর্মসূচি ব্যয় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ১৫.৬ শতাংশ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৪.৪ শতাংশে নেমে আসার প্রবণতা দেখাচ্ছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ব্যয়ের খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার

৩.২৬ অন্তর্ভূক্তিমূলক ও উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চূড়ান্ত লক্ষ্যপূরণে ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সময়কালের মধ্যে সরকারি ব্যয় পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ-জ্বালানি, সড়ক, রেল এবং বন্দরসহ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, সামগ্রিক মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি ও পল্লী খাতের উন্নয়ন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সরকারি সেবা প্রদানে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ স্থাপনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট হুমকি মোকাবেলাও সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে।

৩.২৭ ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্তবাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ খাতভিত্তিক কর্মসূচির তালিকা নিম্নে উপস্থাপিত হলঃ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি[3]

৩.২৮ বাংলাদেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৩২১ কিলোওয়াট ঘন্টা যা বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় কম। এই অবস্থার উন্নয়নে এবং আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের

[3]বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম এ খাতের অন্তর্ভূক্ত

সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি নানা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এই সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে ২০১৮সালের মধ্যে অতিরিক্ত আরো ১১,৪৯৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে। এ খাতের মোট ব্যয় বার্ষিক গড়ে ১০.০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৪৯.৬ বিলিয়ন টাকা হবে বলে আশা করা যায়।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৩.২৯ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার এবং গ্যাসের উত্তোলন বৃদ্ধি জ্বালানিও খনিজ সম্পদ বিভাগের অগ্রাধিকার তালিকার সর্বাগ্রে থাকবে। বিকল্প জ্বালানি হিসেবে কয়লা ক্ষেত্রের উন্নয়নের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কৃষি, যোগাযোগ, শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে জ্বালানি তেলের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ, গ্যাস নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশে গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থাপনায় সিস্টেম লস হ্রাস, তেল বিপণনে অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি ও বকেয়া আদায় কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ওসরকারি সুবিধা হ্রাস করার বিষয়গুলোকেও গুরুত্ব দেয়া হবে।

বিদ্যুৎ বিভাগ

৩.৩০ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন এবং বিদ্যমান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে থাকবে যার লক্ষ্য হবে ২০১৮ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ১১,৪৯৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন। এছাড়া ২০১৮ সালের মধ্যে নতুন ৬০০ কি.মি. ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণ, বিদ্যমান ট্রান্সমিশন লাইনের সংস্কার, নতুন বিতরন লাইন স্থাপন ও পুরাতন লাইনের সংস্কার, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির প্রসার ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম গ্রহণ, লোড ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাস ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমকেও গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

পরিবহন ও যোগাযোগ[4]

৩.৩১ একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা উৎপাদনের উপকরণ এবং উৎপাদিত পণ্যের সুষম বিতরণ নিশ্চিত করে। সর্বোপরি যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে এবং শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ খাতে মোট ব্যয় বার্ষিক গড়ে ৭.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৮০.৬ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।

[4]সড়ক বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং সেতু বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত

সড়ক বিভাগ

৩.৩২ সড়ক বিভাগ বিদ্যমান সড়ক নেটওয়ার্কের সংস্কার, মেরামত, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করবে। গণপরিবহন ব্যবস্থার প্রতি গণমানুষের আস্থা ও তাদের চলাচল নিরাপদকরণের লক্ষ্যে সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থার প্রতি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। মোটরযান ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ডিজিটাইজেশন, বিভিন্ন সেবা প্রদান পদ্ধতির ইলেক্ট্রনিকিকরণ (রেজিস্ট্রেশন, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান, রূট পারমিট, নবায়ন কর ও ফি আদায়), ই-টিকেটিং, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের আধুনিকায়ন, পেশাদার গাড়ীচালকদের প্রশিক্ষণ ও পুণঃপ্রশিক্ষণ, দুর্ঘটনা হ্রাসে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পি.পি.পি.) এর আওতায় নতুন সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রমকেও গুরুত্ব দেয়া হবে।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

৩.৩৩ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো নিরাপদ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান অবকাঠামো ও রোলিং স্টক নিয়মিত পুনর্বাসন ও আধুনিকায়ন, নতুন নতুন লোকোমোটিভ, যাত্রীবাহী গাড়ী, ওয়াগন ইত্যাদি সংগ্রহ এবং যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করতে রেলপথ মন্ত্রণালয় জোর প্রচেষ্টা নেবে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

৩.৩৪ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ, সমুদ্র বন্দর উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের কাজ অব্যাহত রাখবে। এছাড়াও নৌ-পথের এবং বন্দর চ্যানেলের নিরাপত্তা ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন সেবা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে চ্যানেলসমূহের নাব্যতা নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে। এ মন্ত্রণালয় বছরজুড়ে ব্যবহারপোযোগী নৌপথ বাড়াতে ড্রেজিং কার্যক্রম এবং আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের প্রসার ও আপদকালীন সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রির দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমুদ্র বন্দরগুলোর আধুনিকায়ন এবং সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন করবে। । বিশ্ববাজারে মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনবলের চাহিদা থাকায় বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শিক্ষিত বেকার যুবকদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। স্থল বন্দরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম এ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৩.৩৫ আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণপূর্বক বর্ধিত যাত্রীদের অনুকূলে উন্নত সেবা এবং নিরাপত্তা প্রদানের নিশ্চয়তাসহ বিমান চলাচলের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বিমান চলাচল সংক্রান্ত নতুন অবকাঠামো স্থাপন ও আধুনিকায়ন করবে। দেশী-বিদেশী

পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে মন্ত্রণালয় বিদ্যমান পর্যটন অবকাঠামো আধুনিকীকরণ ও নতুন পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণ করবে যা এ সেক্টরে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। পর্যটনকে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের জন্য একটি থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী পর্যটক আকর্ষণ করতে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এর আওতায় পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণ এবং পর্যটন খাতে আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদানের উপযোগী জনবল তৈরিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেবে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

৩.৩৬ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় টেলিযোগাযোগ খাতের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে টেলিডেনসিটি ও টেলিএক্সেস বৃদ্ধি করে টেলিযোগাযোগ সুবিধাদি জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর ব্যবস্থা করবে এবং ডাক অধিদপ্তরের বিদ্যমান কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়করণের মাধ্যমে উন্নত সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

সেতু বিভাগ

৩.৩৭ মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরুর লক্ষ্যে প্রায় ১,৩৭৩ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও তাদের পুনর্বাসনের কাজ সেতু বিভাগ যথাসময়ে সম্পন্ন করবে। নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটি হতে মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুর পর্যন্ত ৭.৩ কি. মি. দীর্ঘ টোল সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্তের প্রায় ২৯ কিলোমিটার এপ্রোচ সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ কার্যক্রমকেও সেতু বিভাগের অগ্রাধিকার তালিকায় রাখা হয়েছে। পি.পি.পি. ভিত্তিতে ৮,৯৪০.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে র‍্যাম্পসহ প্রায় ৪৬.৭৩ কি.মি. দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ভূমি হস্তান্তরের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন এবং Utilities স্থানান্তর কার্যক্রম, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন এবং Utilities স্থানান্তরকার্যক্রম, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার বি.আর.টি. লেনের মধ্যে ৪.৫০ কিলোমিটার এলিভেটেড অংশ নির্মাণ, পিরোজপুর-ঝালকাঠি সড়কে কচা নদীর উপর ২ কিলোমিটার দীর্ঘ বেকুটিয়া সেতু নির্মাণ, পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ অবস্থানে ৬.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ২য় পদ্মা সেতুনির্মাণ, চট্রগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল এবং ঢাকার জাহাঙ্গীর গেট এলাকায় আন্ডারপাস ও ফ্লাইওভার নির্মাণের কার্যক্রমগুলো অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে।

কৃষি[5]

৩.৩৮ দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনিবার্য পরিণতিতে সময়ানুক্রমে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষিখাতের অংশ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিধারাকে দারিদ্রবান্ধব করতে

[5]কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়,ভূমি মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর বিভিন্ন কার্যক্রম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত

কৃষির ভূমিকা আজও গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জনসংখ্যার বড় একটা অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল, তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কৃষি উন্নয়নের সাথে নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান (মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৩.৬ শতাংশ) ও জাতীয় আয়ে (১৮.৭ শতাংশ) অবদানের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কৃষিখাতকে তাই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহের মধ্যে অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই সরকার কৃষিখাতের উন্নয়নে ব্যাপক ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কৃষি উপকরণ সহজলভ্য ও কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে অধিক হারে প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি কৃষি সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রণোদনার সুবিধাসমূহ সরাসরি কৃষকের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করতে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ, ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলা, ওয়ার্ডভিত্তিক খুচরা বিক্রেতা নিয়োগ, সার বিতরণ ব্যবস্থাপনায় সার্বক্ষণিক মনিটরিং চালু রাখার মত ব্যবস্থাদিও গৃহীত হয়েছে। এ খাতের মোট ব্যয় বার্ষিক গড়ে ৭.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২২০.৫ বিলিয়ন টাকা হবে বলে আশা করা যায়।

কৃষি মন্ত্রণালয়

৩.৩৯ শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১ শতাংশ হারে কৃষি জমি হ্রাস পাওয়ার বাস্তবতায় ধান, গম, ইক্ষুসহ অন্যান্য ফসলের হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধি এবং স্বল্পসময়ে অধিক ফসল বা সাথী ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষি গবেষণা কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে।ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন কার্যক্রমকে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। অধিকন্তু কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশ, দেশীয় চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য উচ্চ মূল্যের এবং অর্থকরী ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে পাট, কেনাফ, মেস্তা, ইক্ষু, তুলাইত্যাদি অর্থকরী ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন এবং কৃষকদের মাঝে বিতরণ কাজকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। জনগণকে পুষ্টিকর এবং সুষম খাদ্য সরবরাহের লক্ষ্যে উচ্চ ফলনশীল আলু, ডাল ও শাকসজির জাত উদ্ভাবন ও কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ করা অপরিহার্য। উন্নত শস্য উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা (প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস, র‍্যালী, মেলা, গণমাধ্যমে প্রচার), জলাবদ্ধতা ও জলমগ্নতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদি জমির আওতা বৃদ্ধি করা, ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গবেষণা কার্যক্রম জোড়দারকরণ, কৃষিপণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ ও উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ, মাটির গুণাগুন অক্ষুন্ন রাখা, উর্বরতা বৃদ্ধি, রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা হ্রাসের লক্ষ্যে জৈব সার, সবুজ সার ও জীবাণু সারের ব্যবহার কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করা ও চাষাবাদে এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরার কাজগুলোও মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩.৪০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন, অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি ও

জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ভ্রূণ স্থানান্তর পদ্ধতির সম্প্রসারণ ও ব্রীড আপগ্রেডেশন কার্যক্রমের আওতায় ব্রিডিং-বুল তৈরীর মাধ্যমে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সরকারি ও বেসরকারি হাঁস-মুরগীর খামার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, ছাগল, ভেড়া ও মহিষ খামার এবং ডেইরী খামার উন্নয়ন করা।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

৩.৪১ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় ব্যবস্থা গ্রহন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি, বনভূমি সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (২০১০) প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ এবং সংরক্ষিত বনভূমি সৃজন এবং সম্প্রসারণ নিশ্চিতকরণ।

ভূমি মন্ত্রণালয়

৩.৪২ ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার পদ্ধতির প্রয়োগের সম্প্রসারণ এবং ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান এ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে থাকবে। এছাড়াও ভূমি জরিপের স্তরভিত্তিক হালনাগাদ কার্যক্রম গ্রহণ, মৌজাম্যাপ ও খতিয়ান মুদ্রণ, ভূমি তথ্যসেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি অবহিতকরণ তথা ভূমি মালিকদের স্বত্বলিপি হালনাগাদকরণের গুরুত্ব বিবেচনায় ভূমি রেকর্ড কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩.৪৩ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষিজমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে নদী ও খাল খনন/পুনঃখনন, অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি, উপকূলীয় এলাকার বিদ্যমান বাঁধ/অবকাঠামো মেরামত, সংস্কার, পুনঃনির্মাণ ও উন্নয়ন এবং নতুন বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, গুরুত্বপূর্ণ শহর, স্থাপনা, ফসল ও জানমাল রক্ষার্থে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, পানি-সম্পদ ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু পরিকল্পনার লক্ষ্যে পানি সম্পদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জরিপ পরিচালনা করবে। এছাড়া সীমান্তবর্তী অভিন্ন নদীসমূহের পানির ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তির জন্য দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক কার্যক্রম গ্রহণ ও গবেষণা পারচালনার বিষয়টিও অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে।

শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তি[6]

৩.৪৪ টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত ও কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট দক্ষতা বর্ধক একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার

[6]শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়এবং বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর বিভিন্ন কার্যক্রম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত

সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগত মনোন্নয়নে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত হ্রাস, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, উপবৃত্তি প্রদান, স্কুল টিফিন কর্মসূচি পরিচালনার মত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ, বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে দেশের জনগোষ্ঠীকে দক্ষ, সুশিক্ষিত ও নৈতিকতাসম্পন্ন মানবসম্পদে পরিণত করা।শিক্ষাখাতে ব্যয়ের অধিকাংশই স্তরভিত্তিক শিক্ষার আওতা সম্প্রসারণ এবং সকল স্তরে শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে।ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পদক্ষেপ হিসেবে সারাদেশে আই.সি.টি শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য কম্পিউটার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহকরা হচ্ছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ খাতের মোট ব্যয় বার্ষিক গড়ে ৯.০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৮৯.২ বিলিয়ন টাকা হবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩.৪৫ শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা, বেইজলাইন ইন্ডিকেটর সার্ভে, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণসহ মানসম্মত শিক্ষা প্রদান, বিদ্যমান কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান আধুনিকায়ন এবং নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, দেশের ও বিদেশের চাকুরি বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী করে ইমার্জিং ট্রেড/টেকনোলজিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এ লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপনকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে। এছাড়া অগ্রাধিকার তালিকায় বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা) নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবন মেরামত ও সংস্কার এবং অনগ্রসর এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান এবং বিদ্যমান প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ/নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/সম্প্রসারণ কার্যক্রমগুলো অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩.৪৬ শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪৬ হতে ১:৩০-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে এই মন্ত্রণালয় শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম অব্যহত রাখবে। অধিকন্তু মন্ত্রণালয় অধিক সংখ্যক শিশুকে বিদ্যালয়ে আসার সুযোগ প্রদানের জন্য ৪২ হাজার শ্রেণীকক্ষ নতুন করে নির্মাণ এবং বিদ্যালয়বিহীন ১,৫০০ গ্রামে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, প্রায় ৬২ হাজার বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের সমতাকরণ ও উন্নয়ন, দরিদ্র প্রান্তিক পরিবারের ও সুবিধাবঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষা চক্রের সমাপ্তি, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি এবং তাদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধ করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি এবং শিক্ষা ভাতা প্রদান, স্কুল টিফিন কার্যক্রম পরিচালনা কর্মসূচি সম্পাদন করবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৩.৪৭ মন্ত্রণালয় পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্প্রসারণ, জীবপ্রযুক্তি ব্যবহারে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উপযোগী টেকসই পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা পরিচালনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত গবেষণার সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং সমুদ্র সম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমকে গতিশীল করতে কাজ করবে।

স্বাস্থ্য[7]

৩.৪৮ সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। শিশু মৃত্যুহার, প্রজনন হার ও স্থুল মৃত্যুহার কমার পাশাপাশি প্রত্যাশিত গড় আয়ু বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং তা আন্তর্জাতিক অঙ্গণে সরকার ও দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে। বর্তমানে এ খাতে সরকারের কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা। এ খাতে মোট ব্যয় বার্ষিক ৯.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৩৩.৭ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩.৪৯ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেবে। মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনায় কমিউনিটির অংশগ্রহণ, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং মাতৃস্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহের অবকাঠামো সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ হাসপাতালসমূহে সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করবে। মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের মাধ্যমে এবং বিশেষায়িত হাসপাতালের কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে সাধারণ ও রেফারেল পদ্ধতিতে জটিল ও গুরুতর রোগের চিকিৎসা নিশ্চিত করবে, চিকিৎসক, নার্স ও প্যারামেডিক্সদের চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ স্বাস্থ্যসেবা কর্মীবাহিনী গড়ে তুলবে এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন, যৌক্তিক মূল্যে জনগণের কাছে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সরবরাহ ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ঔষধ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় ঔষধনীতি যুগোপযোগী করবে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ[৮]

৩.৫০ সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ ব্যয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে আয়ের পুন:বণ্টনের একটি কার্যকরী উপায়। অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের জন্য শুধুমাত্র প্রথাগত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি

[৭]স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর কার্যক্রম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত

[৮]সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় , খাদ্য বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ এর বিভিন্ন কার্যক্রম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত

সঞ্চার যথেষ্ট নয়। এজন্য প্রয়োজন লক্ষ্যাভিমুখী ও কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা জাল প্রসার এবং এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত পরিবীক্ষণ। একারণেই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বর্তমান সরকারের একটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা ও সুবিধাসমূহের ব্যাপ্তি সম্প্রসারণ করেছে। এ খাতে মোট ব্যয় বার্ষিক ৬.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৭২.৪ বিলিয়ন টাকা হবে বলে আশা করা যায়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩.৫১ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার তালিকায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রবীণ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, দুস্থ নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সমাজের অনগ্রসর ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষা প্রদান অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এতিম, দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের আবাসন, খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, সেবামূলক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আবাসন সুবিধা প্রদান, বিশেষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সহায়ক উপকরণ সরবরাহ কার্যক্রমসমূহও এ অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩.৫২ মন্ত্রণালয় দুস্থ মাতাদের খাদ্য সহায়তা (ভি.জি.ডি.) কর্মসূচি,কর্মজীবী এবং দুগ্ধদানকারী মাতাদের আর্থিকসহায়তা কর্মসূচি, শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন, মহিলাদের কারিগরি, আয়বর্ধক ও উৎপাদনশীল প্রশিক্ষণ প্রদান, নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে নির্যাতনের শিকার নারীদের আইনি সহায়তাও কাউন্সেলিং এবং সকল ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যহত রাখবে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩.৫৩ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার তালিকার সবশীর্ষে থাকবেযুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার ও মৃত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা, রেশন ও চিকিৎসা ভাতা প্রদান। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণস্থলে স্বাধীনতা স্তম্ভনির্মাণ এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণকে মন্ত্রণালয় বিশেষ গুরুত্ব দেবে। মন্ত্রণালয় মুক্তিযোদ্ধাদের পুর্নবাসনের লক্ষ্যে সকল জেলা/উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করবে, উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমরের স্থান, বধ্যভূমি, শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল, মুক্তিযুদ্ধের গণকবর সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করবে। অগ্রাধিকার প্রাপ্ত অন্যান্য কাজের মধ্যে থাকবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উজ্জীবিতকরণ, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ এবং প্রকাশের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিগ্রহণ, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য বিদেশী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান।

খাদ্য বিভাগ

৩.৫৪ খাদ্য বিভাগ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ বৃদ্ধির বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করবে। কৃষকদের মূল্যসহায়তা প্রদান, নিজস্ব সম্পদ দ্বারাখাদ্যশস্য আমদানিবৃদ্ধি, অধিক পরিমাণ খাদ্য গুদাম, সাইলো ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং বিদ্যমান খাদ্য গুদাম ও অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কমর্সূচির মাধ্যমে বিতরণকৃত খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমগুলোও মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ

৩.৫৫ অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, টি.আর. কর্মসূচি, ভি.জি.এফ কর্মসূচি ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীর হার বৃদ্ধিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ কাজ করবে। এ বিভাগ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণও সংরক্ষণ, জানমালের নিরাপত্তা প্রদানের জন্যছোট ছোট সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, দুর্যোগের অভিঘাত মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় উপকরণ, যানবাহনসহ অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী ক্রয়, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিহ্রাসে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও সচেতনতা কার্যক্রমপরিচালনা করবে।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন[৯]

৩.৫৬ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অনেকাংশে পল্লী উন্নয়ন এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের উপর নির্ভরশীল।শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিক সুবিধাদির বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং ক্ষুদ্রঋণ ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি/সম্প্রসারণ করা গেলে শহরাঞ্চলে অধিক জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, পানি নিষ্কাশন, সেচ ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ, জনগণের স্বাস্থ্য ও আবশ্যকীয় অন্যান্য সেবার মানোন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাম, শহর ও পার্বত্য এলাকা নির্বিশেষে সমন্বিত ও বাস্তবমুখী কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বাসোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি এবং শহর ও পল্লী অঞ্চলের মধ্যকার ব্যবধান দূর করা সম্ভব হবে। এ খাতে মোট ব্যয় বার্ষিক ৭.৬ শতাংশ হারে বেড়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২০৫.৩ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।

[৯]স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর বিভিন্ন কার্যক্রম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত

স্থানীয় সরকার বিভাগ

৩.৫৭ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে পানি বাহিত রোগ প্রতিরোধ করতে, পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে, গ্রাম ও শহরাঞ্চলে নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন-গৃহস্থালির এবং অন্যান্য জৈব ও অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ, স্যানিটারী ল্যান্ডফিল নির্মাণ, হাসপাতালের বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, বস্তি এলাকায় নিরাপদ পানির উৎস ও পরিবেশ বান্ধব স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ কাজ করবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৩.৫৮ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি এবং পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনাকরবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩.৫৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে কৃষি ও অকৃষি খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে কাজ করবে।

সংযোজনী ১: ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের খাতভিত্তিক কর্মসূচি ব্যয়

খাতের নাম	২০১১-১২ প্রকৃত	২০১২-১৩ প্রকৃত	২০১৩-১৪ সংশোধিত	২০১৪-১৫ বাজেট	২০১৫-১৬ প্রক্ষেপণ	২০১৬-১৭ প্রক্ষেপণ
জন প্রশাসন	১২৫.৪	৯৭.৫	২৯৯.৪	৪১৭.০	৪৯১.৮	৫৩৯.৯
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১১০.৫	১৪১.৫	১৫৩.৯	১৭৭.২	১৮৬.৬	২০৫.৩
প্রতিরক্ষা	১২২.৩	১২০.২	১৫১.৮	১৬৪.৬	১৭৬.১	১৮৮.৪
জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা	৮৭.৪	৯৬.৬	১২০.৩	১২৫.৬	১৩২.৭	১৪২.০
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১৯১.১	২১২.৮	২৮২.৭	৩২৭.৭	৩৫৩.৯	৩৮৯.২
স্বাস্থ্য	৭৬.৭	৮৫.৫	৯৯.৬	১১১.৫	১২১.৫	১৩৩.৭
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	৮৯.৯	১০০.৫	১২৩.২	১৫২.০	১৫৭.১	১৭২.৪
গৃহায়ণ	১৩.৪	১৩.৭	১৭.৪	২০.৬	২২.৫	২৪.৮
সংস্কৃতি বিনোদন ও ধর্ম	১৪.৭	১৭.০	১৯.৫	১৯.৯	২১.৫	২৩.১
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	৭৯.৭	১০২.৮	৯৯.০	১১৫.৪	১২৬.৯	১৩৯.৬
কৃষি	১৪৬.৭	১৯৬.৯	১৭৭.১	১৯১.০	২০৩.১	২২০.৫
শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস	১৫.৮	২৬.০	৩৬.৪	২৮.৭	২৬.৭	২৮.৪
পরিবহন ও যোগাযোগ	৯৪.৬	১২৪.৮	১৫৫.০	২৪৪.৩	২৫৭.৫	২৮০.৬
মোট কর্মসূচি ব্যয়	**১১৬৮.০**	**১৩৩৫.৭**	**১৭৩৫.১**	**২০৯৫.৩**	**২২৭৭.৮**	**২৪৮৭.৯**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়